গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
বাণিজ্য মন্ত্রণালয়
(টিও-০১ শাখা)।

নং-বাম/টিও-১/২/২০১০/৬৭২ তারিখ ঃ ১৮/০৮/২০১১খ্রিঃ।

বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা সর্ব-সাধারণের অবগতির জন্য জানানো যাচ্ছে যে, দেশের অর্থনৈতিক অগ্রগতি এবং ব্যবসা বান্ধব পরিবেশের উন্নয়নের জন্য বাণিজ্য সংশ্লিষ্ট সকল খাতের যথাযথ প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে 'বাণিজ্য সংগঠন আইন-২০১১' এর খসড়া বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের ওয়েব সাইট www.mincom.gov.bd এর latest news and comments সেকশনে বিগত ২৭-০৭-২০১১ তারিখে প্রকাশ করা হয়। উক্ত আইনের বিষয়ে কোন মতামত/বক্তব্য যদি থাকে তবে তা ০৭(সাত) দিনের মধ্যে প্রেরণের জন্য অনুরোধ করা হয়েছিল। এক্ষনে সরকার মতামত গ্রহনের সময়সীমা আরো ০১ মাস বৃদ্ধির সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে। এমতাবস্থায় প্রস্তাবিত খসড়া আইনের উপর মতামত পরিচালক, বাণিজ্য সংগঠন, বাণিজ্য মন্ত্রণালয়, কক্ষ নং-১২৩, ভবন নং-৩ (২য় তলা), বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা বরাবরে আগামী ১৮-০৯-২০১১ তারিখের মধ্যে লিখিতভাবে অথবা dto@mincom.gov.bd ঠিকানায় প্রেরণের জন্য অনুরোধ করা হলো।

১৮/৮/১১

(নাজমুল আহসান মজুমদার)
পরিচালক, বাণিজ্য সংগঠন ও
উপ-সচিব
ফোনঃ ৭১৬১৬৭৯।

বাণিজ্য সংগঠন আইন ২০১১

যেহেতু দেশের অর্থনৈতিক অগ্রগতি এবং ব্যবসা বান্ধব পরিবেশের উন্নয়নের জন্য বাণিজ্য সংশ্লিষ্ট সকল খাতের যথাযথ প্রতিনিধিত্ব প্রয়োজন; এবং

যেহেতু বাণিজ্য সংগঠনসমূহের প্রায়োগিক কাঠামো, উদ্দেশ্য, ভূমিকা ও দায়িত্ব সুনির্দিষ্ট হওয়া প্রয়োজন; এবং সংগঠনগুলির শৃঙ্খলা ও দায়বদ্ধতা নিশ্চিত করা জরুরী ;

সেহেতু সরকার বাণিজ্য সংগঠন অধ্যাদেশ-১৯৬১ রহিত করিয়া নিম্নরূপ আইন প্রণয়ন করিল ঃ-

ধারা ঃ ১ । **সংক্ষিপ্ত শিরোনাম, বিস্তৃতি ও প্রবর্তন** । -(১) এই আইন বাণিজ্য সংগঠন আইন, ২০১১ নামে অভিহিত হইবে ও ইহা সমগ্র বাংলাদেশে বলবৎ থাকিবে ।

(২) ইহা অবিলম্বে কার্যকর হইবে ।

ধারা ঃ ২ । সংজ্ঞা ।- বিষয় ও প্রসঙ্গের পরিপন্থী কিছু না থাকিলে এই আইনে ঃ-

(১) **'অধ্যাদেশ'** বলিতে বাণিজ্য সংগঠন অধ্যাদেশ-১৯৬১ এবং অত:পর উহার সংশোধনীকে বুঝাইবে ।

(২) **'আইন'** বলিতে বাণিজ্য সংগঠন আইন-২০১১ বুঝাইবে ।

(৩) 'কোম্পানী আইন' বলিতে কোম্পানী আইন ১৯৯৪ এবং অত:পরে উহার সংশোধনীকে বুঝাইবে ।

(৪) 'নিবন্ধক' বলিতে কোম্পানী আইন ১৯৯৪ এর আওতাভূক্ত জয়েন্টষ্টক কোম্পানী ও ফার্মসমূহের নিবন্ধককে বুঝাইবে ।

(৫)'নিবন্ধন' বলিতে কোম্পানী আইন ১৯৯৪ এর আওতায় নিবন্ধনকে বুঝাইবে ।

(৬)'নিবন্ধিত বাণিজ্য সংগঠন' বলিতে বাণিজ্য সংগঠন অধ্যাদেশ-১৯৬১ ও অত্র আইন অনুসারে লাইসেন্স প্রাপ্তির পর কোম্পানী আইন ১৯৯৪ এর আওতায় নিবন্ধিত বাণিজ্য সংগঠনকে বুঝাইবে ।

(৭)'নির্বাহী কমিটি বা পরিচালনা পর্ষদ' বলিতে কোন নিবন্ধিত বাণিজ্য সংগঠনের সংঘস্মারক/সংঘবিধি অনুসারে সার্বিক সাংগঠনিক কার্যক্রম পরিচালনার জন্য এই আইনের আওতায় গঠিত নির্বাহী কমিটি/পরিচালনা পর্ষদকে বুঝাইবে ।

(৮)'নির্বাহী কমিটির সদস্য' বলিতে কোন বাণিজ্য সংগঠনের সংঘবিধিতে উল্লেখিত নির্বাহী কমিটি/পরিচালনা পর্ষদের যে কোন পদমর্যাদা সম্পন্ন ব্যক্তিকে বুঝাইবে ।

(৯)**মহা-পরিচালক, বাণিজ্য সংগঠন** বলিতে এই আইনের আওতায় মহা-পরিচালকের দায়িত্বসমূহ পালন করিবার জন্য সরকার কর্তৃক নিযুক্ত যুগ্ম-সচিব পদমর্যাদার কোন কর্মকর্তাকে বুঝাইবে ।

(১০)'প্রশাসক' বলিতে এই আইনের অধীনে সরকার কর্তৃক নিয়োগপ্রাপ্ত প্রশাসক-কে বুঝাইবে ।

(১১) **'ফেডারেশন'** বলিতে অত্র আইনের ৩(২)(ক) ধারায় বর্ণিত বাণিজ্য সংগঠনকে বুঝাইবে ।

(১২)'বাণিজ্য সংগঠন' বলিতে বাণিজ্য সংগঠন অধ্যাদেশ-১৯৬১ ও অত্র আইনের আওতায় লাইসেন্স প্রাপ্ত বাণিজ্য সংগঠনকে বুঝাইবে ।

(১৩)'লাইসেন্স' বলিতে বাণিজ্য সংগঠন অধ্যাদেশ-১৯৬১ ও এই আইনের আওতায় প্রদত্ত বাণিজ্য সংগঠন লাইসেন্সকে বুঝাইবে ।

(১৪)'সংঘ-বিধি' বলিতে কোন বাণিজ্য সংগঠনের সার্বিক সাংগঠনিক কার্যক্রম পরিচালনার উদ্দেশ্যে প্রণীত বিধিমালাকে বুঝাইবে ।

(১৫) 'সংঘ-স্মারক' বলিতে কোন বাণিজ্য সংগঠনের লক্ষ্য, আদর্শ, উদ্দেশ্য সম্বলিত ঘোষণা পত্রকে বুঝাইবে ।

ধারা ঃ ৩ । **বাণিজ্য সংগঠনের লাইসেন্স প্রাপ্তি ও নিবন্ধন**।-(১) কোম্পানী আইন ১৯৯৪ বা বর্তমানে বলবৎ অন্য কোন আইনে যাহাই থাকুকনা কেন এই আইনের আওতায় লাইসেন্স প্রাপ্ত না হইলে কোন বাণিজ্য সংগঠন নিবন্ধিত হইবে না ।

(২) অন্য কোনরূপ সিদ্ধান্ত না হওয়া অবধি নিম্নরূপ প্রকৃতির বাণিজ্য সংগঠনসমূহ-কে লাইসেন্স প্রদান করা হইবে ঃ-

(ক) ফেডারেশন অব চেম্বার অব কমার্স এন্ড ইন্ডাস্ট্রি হিসাবে উপানুচ্ছেদ (খ) (গ) (ঘ) (ঙ)(চ) এ উল্লেখিত চেম্বার ও এসোসিয়েশনসমূহ-কে প্রতিনিধিত্বকারী একটি বাণিজ্য সংগঠন কে ;

তবে শর্ত থাকে যে, এই ধরণের অন্য কোন বাণিজ্য সংগঠনকে লাইসেন্স প্রদান করা হইবেনা ।

(খ) সমগ্র বাংলাদেশ ভিত্তিক সংগঠিত চেম্বার অব ইন্ডাস্ট্রি-কে;

তবে শর্ত থাকে যে, একাধিক বাণিজ্য সংগঠনকে অনুরূপ চেম্বার হিসাবে লাইসেন্স দেয়া হইবেনা ।

(গ) কোন বিভাগ, জেলা ও মেট্রোপলিটন এলাকার ব্যবসা, শিল্প ও সেবার প্রতিনিধিত্ব করার জন্য সংগঠিত চেম্বার অব কমার্স এন্ড ইন্ডাস্ট্রি-কে ;

তবে শর্ত থাকে যে, একই এলাকায় একাধিক চেম্বার-কে লাইসেন্স দেয়া হইবেনা এবং চেম্বারের সদস্য সংখ্যা ন্যুনতম ৪০০ হইতে হইবে ।

(ঘ) সুনির্দিষ্ট ব্যবসা বা শিল্প বা সেবার প্রতিনিধিত্ব করার জন্য সমগ্র বাংলাদেশ ভিত্তিক এসোসিয়েশন-কে ;

তবে শর্ত থাকে যে, একই খাতের একাধিক বাণিজ্য সংগঠনকে এসোসিয়েশনের লাইসেন্স দেওয়া হইবেনা এবং এসোসিয়েশন গঠনের ক্ষেত্রে ন্যুনতম ১০০ জন সদস্য হইতে হইবে ;

তবে বিশেষায়িত এসোসিয়েশন গঠনের ক্ষেত্রে সংশিষ্ট শিল্প/বাণিজ্যে/সেবা খাতে ১০০ জন ব্যক্তি সম্পৃক্ত না থাকিলে উক্ত খাতে সম্পৃক্ত সকল সদস্যের সম্মিলিত টার্নওভার/পেইডআপ ক্যাপিটাল ৫০কোটি টাকার উর্দ্ধে হইতে হইবে ।

(ঙ) বিভাগ/মেট্রোপলিটন এলাকার নারী উদ্যোক্তাদের সমন্বয়ে গঠিত উইমেন চেম্বার অব কমার্স এন্ড ইন্ডাস্ট্রি-কে ;

তবে শর্ত না থাকে যে, একই এলাকায় একাধিক উইমেন চেম্বার অব কমার্স এন্ড ইন্ডাস্ট্রি-কে রেজিষ্ট্রেশনের জন্য লাইসেন্স দেওয়া হইবেনা এবং উইমেন চেম্বার গঠনের ক্ষেত্রে উদ্যোক্তা ন্যুনতম ২০০ জন হইতে হইবে ।

(চ) বাংলাদেশে বিদ্যমান আইনে বৈধভাবে ব্যবসা পরিচালনাকারী বাংলাদেশী ব্যবসায়ীদের সাথে অপর কোন দেশের ব্যবসায়ীদের যৌথ চেম্বার অব কমার্স এন্ড ইন্ডাস্ট্রিকে ;

তবে শর্ত থাকে যে, একই দেশের সাথে সম্পৃক্ত একাধিক যৌথ চেম্বার অব কমার্স এন্ড ইন্ডাস্ট্রিকে লাইসেন্স মঞ্জুর করা হইবে না ; তবে আরও শর্ত থাকে যে, এই যৌথ চেম্বারসমূহকে এফবিসিসিআই-এর সদস্য হইতে হইবে ও তাহাদের কোন ভোটাধিকার থাকিবেনা ।

(ছ) সুনির্দিষ্ট এলাকা যেমন- উপজেলা/পৌরসভা/সিটি কর্পোরেশন/শহর কেন্দ্রিক সুনির্দিষ্ট বাণিজ্য বা শিল্প বা সেবা বা সকলের প্রতিনিধিত্বকারী গ্রুপ-কে ;

তবে শর্ত থাকে যে, একই এলাকায় একই খাত ভিত্তিক একাধিক গ্রুপ থাকিবেনা এবং বিদ্যমান গ্রুপের সদস্য সংখ্যা ন্যুনতম ৫০ জন হইতে হইবে ;

তবে আরও শর্ত থাকে যে, এই সকল গ্রুপকে সংশ্লিষ্ট জেলা চেম্বার অব কমার্স এন্ড ইন্ডাস্ট্রির গ্রুপভিত্তিক সদস্য হইতে হইবে ।

(জ) যেখানে কোন বাণিজ্য বা শিল্প বা সেবা ভিত্তিক কোন সংগঠন নাই, সেখানে বাণিজ্য বা শিল্প বা সেবা ভিত্তিক প্রতিষ্ঠানসমূহের প্রতিনিধিত্ব করিবার জন্য সংগঠিত কোন টাউন এসোসিয়েশন-কে ;

তবে শর্ত থাকে যে, টাউন এসোসিয়েশন যে জেলায় অবস্থিত সেই জেলা চেম্বার অব কমার্স এন্ড ইন্ডাস্ট্রির সদস্য হইতে হইবে ।

(৩)সরকার যেইরূপ আরোপ ও নির্ধারন করার উপযুক্ত মনে করে সেইরূপ শর্তাবলীতে ও সেইরূপ প্রবিধানমালা সাপেক্ষে বাণিজ্য সংগঠন লাইসেন্স মঞ্জুর করা যাইতে পারে এবং অনুরূপ শর্তাবলী ও প্রবিধানমালা সংশ্লিষ্ট বাণিজ্য সংগঠনের জন্য বাধ্যবাধকতাপূর্ণ থাকিবে এবং সরকার যদি অনুরূপ নির্দেশ প্রদান করেন তাহা হইলে উক্তরূপ বাণিজ্য সংগঠনের অনুচ্ছেদ সমূহ, সংঘস্মারকে ও সংঘবিধিতে অথবা ঐরূপ দলিল পত্র সমূহের একটিতে অন্তর্ভূক্ত করা হইবে

(৪)এই আইন প্রবর্তনের পূর্বে নির্দিষ্ট যে কোন শ্রেণীর বাণিজ্য সংগঠনকে বাণিজ্য সংগঠন অধ্যাদেশ-১৯৬১ এর অধীনে মঞ্জুরকৃত কোন লাইসেন্স (২) উপধারার অধীনে মঞ্জুরকৃত লাইসেন্স বলিয়া গন্য হইবে ।

(৫)লাইসেন্সধারী কোন বাণিজ্য সংগঠন উহার নামের সহিত "সীমাবদ্ধ" শব্দটি সংযোজন ব্যতিরেকেই একটি সীমাবদ্ধ দায়মুক্ত কোম্পানী হিসাবে কোম্পানী আইনের অধীনে নিবন্ধিত হইবে এবং উক্তরূপ নিবন্ধনমূলে একটি সীমাবদ্ধ কোম্পানীর সকল বিশেষাধিকার উপভোগ করিবে এবং উহার সকল বাধ্যবাধকতা মানিয়া চলিবে; তবে-

(ক) উহার নামের কোন অংশ হিসাবে "সীমাবদ্ধ" শব্দটি ব্যবহার করার কোন বাধ্যবাধকতা থাকিবেনা ।

(খ)নিবন্ধকের নিকট সদস্যদের তালিকা প্রেরন করার বাধ্যবাধকতা থাকিবে না ।

(৬)সরকার যে কোন বাণিজ্য সংগঠনকে সরকারী গেজেট প্রজ্ঞাপনের মাধ্যমে এই ধারার যে কোন বিধান হইতে রেহাই দিতে পারে এবং উক্তরূপ রেহাই প্রজ্ঞাপনে যেরূপ নির্দিষ্ট হইতে পারে সেইরূপ মেয়াদের জন্য সেইরূপ শর্তাবলী সাপেক্ষে হইতে পারে;

(৭) কোন বাণিজ্য সংগঠনকেই লাইসেন্স মঞ্জুর করা হইবেনা যদি না উহার সংগঠকগণ উহার গঠনের পূর্বে ঃ

(ক) সমগ্র বাংলাদেশ ভিত্তিক গঠিতব্য কোন বাণিজ্য সংগঠনের ক্ষেত্রে কমপক্ষে ২টি বহুল প্রচারিত জাতীয় দৈনিক সংবাদ পত্রে বিজ্ঞপ্তি ;

(খ) অন্য যে কোন বাণিজ্য সংগঠনের ক্ষেত্রে বহুল প্রচারিত একটি জাতীয় ও একটি স্থানীয় বা আঞ্চলিক সংবাদ পত্রে বিজ্ঞপ্তি দ্বারা ;

উক্ত বাণিজ্য সংগঠন গঠন করিতে তাহাদের অভিপ্রায় এবং উহার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যসমূহ ঘোষণা করিয়া থাকে এবং পত্রিকার বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখিত তারিখ ও সময়ে সাধারণ সভা অনুষ্ঠান না করিয়া থাকে ।

(গ) চেম্বার ও এসোসিয়েশনের ক্ষেত্রে এফবিসিসিআই-এর ছাড়পত্র গ্রহণ না করিয়া থাকে ;

(ঘ) টাউন ও গ্রুপের ক্ষেত্রে স্থানীয় চেম্বারের ছাড়পত্র গ্রহণ না করিয়া থাকে ;

(ঙ) রেজিস্ট্রার, জয়েন্ট স্টক পরিদপ্তর হইতে নামের ছাড়পত্র গ্রহণ না করিয়া থাকে ;

(৮) এই আইনের অধীনে কোন লাইসেন্স প্রথমে অর্জন না করিয়া কোন বাণিজ্য সংগঠনই ক্রিয়াশীল হইবেনা কিংবা কোনরূপ কাজকর্মে বিজড়িত থাকিবেনা ।

(৯) সমগ্র বাংলাদেশ ভিত্তিক সংগঠিত ফেডারেশন অব চেম্বারস অব কমার্স এন্ড ইন্ডাস্ট্রি ব্যতীত অন্যান্য বাণিজ্য সংগঠন-সমূহের লাইসেন্সের মেয়াদ হইবে ০৬(ছয়) বৎসর ।

ধারা ঃ ৪ । বিদ্যমান বাণিজ্য সংগঠনসমূহের লাইসেন্স বাতিল, পুনর্বহাল ও নবায়ন ঃ

(১)বাণিজ্য সংগঠন অধ্যাদেশ-১৯৬১ অনুসারে লাইসেন্স প্রাপ্ত বাণিজ্য সংগঠনসমূহকে অত্র আইন প্রবর্তনের ০১(এক) বৎসরের মধ্যে লাইসেন্স পুনর্বহাল/নবায়নের আবেদন করিতে হইবে ।

(২) আবেদনের সহিত সংযুক্ত নির্বাচন, অডিট ও এজিএম সংক্রান্ত কাগজপত্র পর্যালোচনা করিয়া সরকার লাইসেন্স পুনর্বহাল/নবায়নের বিষয়ে সিদ্ধান্ত প্রদান করিবে ।

(৩) ১নং উপধারায় নির্ধারিত সময়ে কোন সংগঠন আবেদন না করিলে উক্ত সংগঠনের লাইসেন্স বাতিল বলিয়া গন্য হইবে ।

ধারা ঃ ৫। লাইসেন্স নবায়ন ঃ- (১) সমগ্র বাংলাদেশ ভিত্তিক সংগঠিত ফেডারেশন অব চেম্বারস অব কমার্স এন্ড ইন্ডাস্ট্রি ব্যতীত লাইসেন্স প্রাপ্ত বাণিজ্য সংগঠনসমূহকে প্রতি ০৬(ছয়) বৎসর পরপর লাইসেন্স নবায়ন করিতে হইবে ।

(২) লাইসেন্সের মেয়াদ অতিক্রান্ত হওয়ার ৯০ দিন পূর্বে মহা-পরিচালক, বাণিজ্য সংগঠন বরাবর আবেদন করিতে হইবে । তবে উপযুক্ত কারণ থাকিলে মহা-পরিচালক, বাণিজ্য সংগঠন নির্ধারিত সময়ের ৩০ দিন পরও আবেদন গ্রহণ করিতে পারিবেন ।

(৩) বার্ষিক প্রতিবেদন, বার্ষিক সাধারণ সভার কার্যবিবরণী, নিরীক্ষিত হিসাব বিবরণী, নিয়মিত নির্বাচন সংক্রান্ত কাগজপত্রসহ সংগঠনের কার্যক্রম এই আবেদনের সহিত দাখিল করিতে হইবে ।

(৪) মহা-পরিচালক, বাণিজ্য সংগঠন সরকারের অনুমোদন গ্রহণপূর্বক নবায়নের বিষয়ে সিদ্ধান্ত প্রদান করিবেন ।

ধারা ঃ ৬। লাইসেন্স বাতিলকরণ ও রেহাই ।-

(১) সরকার বাণিজ্য সংগঠনসমূহের অনুকুলে মঞ্জুরীকৃত লাইসেন্স বাতিল করিতে পারিবে যখন ঃ (ক) লাইসেন্স প্রাপ্ত কোন সংগঠন নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে লাইসেন্স নবায়নের আবেদন করিতে ব্যর্থ হইলে ।

(খ) একটি বাণিজ্য সংগঠন যখন- লাইসেন্সে প্রদত্ত সময়সীমার মধ্যে বাণিজ্য ও শিল্প সভাসমূহের ফেডারেশন/সংশ্লিষ্ট চেম্বারের সদস্য পদের জন্য আবেদন করিতে ব্যর্থ হয় ।

(গ) একটি বাণিজ্য সংগঠন যখন লাইসেন্সে প্রদত্ত সময়সীমার মধ্যে নিবন্ধনে ব্যর্থ হয় এবং লাইসেন্সে প্রদত্ত শর্ত লঙ্ঘন করে ।

(ঘ) একটি বাণিজ্য সংগঠন যখন অকার্যকর সাংগঠনিক কার্যক্রম বিহীন ও রেজিস্টার্ড অফিসের অস্তিত্ব বিহীন অবস্থায় থাকে ।

(ঙ) একটি বাণিজ্য সংগঠন যখন সংঘস্মাক ও সংঘবিধিতে উল্লেখিত উদ্দেশ্যাবলী পালনে ব্যর্থ হয়, সাংগঠনিক কার্যক্রম বিহীন ও নির্বাচন যথাসময়ে অনুষ্ঠানে ব্যর্থ হয় ।

(চ) একটি বাণিজ্য সংগঠন যখন সরকার প্রণীত আইন, বিধি, প্রবিধি যথাযথভাবে মানিয়া চলেনা ।

(ছ) একটি বাণিজ্য সংগঠন যখন অত্র আইনের বিধান মোতাবেক আরোপিত দণ্ড প্রতিপালন করিবেনা বা করিতে ব্যর্থ হইবে ।

(জ) একটি বাণিজ্য সংগঠন যখন সংঘস্মারকে বর্ণিত লক্ষ্য, আদর্শ, উদ্দেশ্য লঙ্ঘন করিয়া কোন কার্যে যুক্ত হয়, যার দ্বারা কোন আইনের লঙ্ঘন ঘটিয়া থাকে ।

(ঝ) কোন বাণিজ্য সংগঠনের নিরীক্ষা প্রতিবেদনে যদি এটা স্পষ্ট হয় যে, সংগঠনটির আয়কৃত অর্থ লক্ষ্য ও আদর্শের সহিত সংগতিপূর্ণ নয় এমন উদ্দেশ্যে ব্যয়িত হয়েছে, অর্থের আত্মসাৎ ঘটেছে কিংবা সংগঠনটি আর্থিক সংগতি বিহীণ অবস্থায় আছে ।

(ঞ) কোন বাণিজ্য সংগঠন যখন তাহার সংঘস্মারক ও সংঘবিধি নিয়মিত লঙ্ঘন ঘটাইয়া কার্যক্রম সম্পন্ন করিয়া থাকে ।

(২) সরকার কর্তৃক অত্র আইনের ৩(তিন) ধারার অধীনে প্রদত্ত লাইসেন্স বাতিল করিতে হইলে অবশ্যই সংশ্লিষ্ট সংগঠনকে কারণ দর্শাইয়া শুনানীর সুযোগ প্রদান করিতে হইবে ।

(৩) লাইসেন্স বাতিলের আদেশ প্রজ্ঞাপনের মাধ্যমে জারী করিতে হইবে ।

(৪) লাইসেন্স বাতিলকরণের পর সরকার বিশেষ বিবেচনায় প্রয়োজনে স্বল্প সময়ের জন্য সাময়িক লাইসেন্স প্রদান প্রদান করিতে পারিবে ।

ধারা ঃ ৭। বাণিজ্য সংগঠনসমূহের একত্রীকরণ।- যদি লাইসেন্স প্রাপ্ত ২ (দুই) বা ততোধিক বাণিজ্য সংগঠনকে একই লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যে গঠিত ও পরিচালিত হইতে দেখা যায়, অথবা অনুরূপ সংগঠনসমূহ একীভূত হওয়ার আবেদন করে তাহা হইলে মহা-পরিচালক এই সকল সংগঠনকে একটিতে একত্রীকরণের আদেশ বা এই বাণিজ্য সংগঠনসমূহের যে কোনটির লাইসেন্স বাতিল করার আদেশ ইহার মধ্যে যাহা উপযুক্ত মনে করেন সেইরূপ আদেশ দিতে পারেন;

তবে শর্ত থাকে যে একত্রীকরণ বা লাইসেন্স বাতিলকরণের অনুরূপ কোন আদেশই উক্ত বাণিজ্য সংগঠনসমূহকে শুনানীর সুযোগ না দিয়া প্রদান করা যাইবেনা ।

ধারা ঃ ৮। নিবন্ধন বাতিলকরণ।- (১)এই আইন এবং এই আইন প্রবর্তন হওয়ার পূর্বে বাণিজ্য সংগঠন অধ্যাদেশ ১৯৬১ এর আওতায় প্রদত্ত সকল বাণিজ্য সংগঠন লাইসেন্স বৈধ বলিয়া গণ্য হইবে ।

(২)এই আইন বা এই আইন প্রবর্তন হওয়ার পূর্বে বাণিজ্য সংগঠন অধ্যাদেশ ১৯৬১ এর আওতায় লাইসেন্স প্রাপ্ত বাণিজ্য সংগঠন ব্যতীত অন্যকোন উপায়ে নিবন্ধিত বাণিজ্য সংগঠনের নিবন্ধন বাতিল হইয়া যাইবে, এবং নিবন্ধক উক্ত সকল বাণিজ্য সংগঠনের নামগুলি নিবন্ধন বহিতে কাটিয়া ফেলিবেন ও সরকারী গেজেটে প্রকাশ করিবেন ;

(৩)উপরিউক্ত (২) উপধারা মতে যে সংগঠনের নিবন্ধন বাতিল হইবে সেই বাণিজ্য সংগঠনের সমস্ত কার্যাদি গুটাইয়া ফেলা হইবে ;

(ক)উহার সংঘবিধি বা সংঘস্মারকের অনুচ্ছেদমালার বিধানাবলী অনুযায়ী অথবা

(খ)কোম্পানী আইনের সংশ্লিষ্ট বিধানাবলী অনুযায়ী

(৪)কোন বাণিজ্য সংগঠনই এই আইনের অধীনে লাইসেন্স বাতিল হইয়া যাওয়ার পর কৃত্য করিবেনা এবং কোন আকারেই দপ্তর বজায় রাখিবে না ।

(৫) অত্র আইনের (৪) ও (৫) ধারার বিধানাবলী লঙ্ঘনকারী সংগঠনের নিবন্ধন বাতিল হইয়া যাইবে ।

ধারা ঃ ৯ । বণিজ্য সংগঠনের শ্রেণী বিন্যাস ও স্বীকৃতি।- (১) এই আইনের অধীন লাইসেন্স প্রাপ্ত সংগঠন এফবিসিসিআই ব্যতীত চেম্বার, এসোসিয়েশন, উইমেন চেম্বার ও যৌথ চেম্বারসমূহ (ক) ও (খ) ক্যাটাগরীতে বিভক্ত থাকিবে ।

(২)সরকার বিধি দ্বারা ক্যাটাগরীসমূহের বৈশিষ্ট্য নির্ধারণ করিবে ।

(৩) সরকার ক্যাটাগরীভিত্তিক সংগঠনসমূহের তালিকা প্রজ্ঞাপনের মাধ্যমে প্রকাশ করিবে ।

ধারা ঃ ১০ । বাণিজ্য সংগঠনের নাম পরিবর্তন -(১) মহা-পরিচালক, বাণিজ্য সংগঠন উপযুক্ত কারন ব্যাখ্যা করিয়া কোন বাণিজ্য সংগঠনের আবেদনের প্রেক্ষিতে বা স্বীয় বিবেচনায় কোন বাণিজ্য সংগঠনের নাম পরিবর্তন বা সংশোধনের আদেশ দিতে পারিবেন ।

(২)সংশ্লিষ্ট বাণিজ্য সংগঠন উপধারা (১) আদেশ মোতাবেক বাণিজ্য সংগঠনের নাম পরিবর্তনের বিষয়াদি কোম্পানী আইনের বিধি অনুযায়ী এইরূপ আদেশ জারী হইবার তিন মাসের মধ্যে নিবন্ধন নিশ্চিত করিবেন ।

(৩) উপধারা (২) মোতাবেক নাম পরিবর্তনের বিষয় নির্ধারিত সময়ের মধ্যে নিবন্ধিত না হইলে সংশ্লিষ্ট বাণিজ্য সংগঠনের লাইসেন্স বাতিল বলিয়া গণ্য হইবে ।

ধারা ঃ ১১ । বাণিজ্য সংগঠনের স্বীয় ইচ্ছায় সংঘস্মারক ও সংঘবিধি সংশোধন- কোম্পানী আইনের ১০ ও ১২ ধারায় যাহাই থাকুক না কেন কোন বাণিজ্য সংগঠন উহার সংঘবিধি বা সংঘস্মারক সংশোধন করিতে চাহিলে মহা-পরিচালক বাণিজ্য সংগঠন উক্তরূপ পরিবর্তনের বিষয় পরীক্ষা-নিরীক্ষা করিয়া প্রস্তাবিত পরিবর্তন সরকারের অনুমোদনক্রমে আংশিক বা সম্পূর্ণ অনুমোদন করিবার আদেশ জারী করিতে পারিবেন । উক্তরূপ পরিবর্তনের ক্ষেত্রে আদালতের অনুমোদন গ্রহণের প্রয়োজন হইবে না ।

তবে শর্ত থাকে যে সংঘস্মারক বা সংঘবিধি পরিবর্তনের প্রস্তাব সংশ্লিষ্ট বাণিজ্য সংগঠনের বার্ষিক সাধারণ সভায় বা বিশেষ সাধারন সভায় সংগঠনের মোট সদস্যদের মধ্যে দুই তৃতীয়াংশ সদস্যের সমর্থনে অনুমোদনের পর সভার কার্য বিবরণী ও উপস্থিতির স্বাক্ষর বা উহাদের সত্যায়িত অনুলিপিসহ সরকারের নিকট প্রস্তাবিত পরিবর্তন অনুমোদনের জন্য দাখিল করিতে হইবে ।

ধারা ঃ ১২ ।- লাইসেন্স প্রাপ্ত বাণিজ্য সংগঠন ব্যতীত কতিপয় বাণিজ্য সংগঠন ও সমিতির নাম এবং ফেডারেশন/ চেম্বার/এসোসিয়েশন প্রভৃতি শব্দের ব্যবহার ।

(১) নিবন্ধিত বাণিজ্য সংগঠন ব্যতীত কোন কোম্পানী বা বাণিজ্য সংগঠন উহার নামে বা শিরোনামে ফেডারেশন বা চেম্বার বা এসোসিয়েশন শব্দ ব্যবহার করিবে না ।

(২) উপধারা (১) এর বিধান সত্ত্বেও কোন কোম্পানী কিংবা বাণিজ্য সংগঠন নামের সহিত ফেডারেশন, চেম্বার বা সমিতি শব্দ ব্যবহার করিলে পরিচালক ১০(১) উপধারা মোতাবেক উক্তরূপ শব্দ বাদ দিয়া উক্তরূপ কোম্পানী বা বাণিজ্য সংগঠনের নামে পরিবর্তনের আদেশ জারী করিবেন ;

(৩)উপধারা (২) এর নাম পরিবর্তনের আদেশ জারীর পর ১০(২) ও ১০(৩) উপধারায় বর্ণিত অনুরূপ পদক্ষেপ সংশিষ্ট কোম্পানী বা বাণিজ্য সংগঠনের ক্ষেত্রে প্রয়োগযোগ্য হইবে ;

(৪)এই ধারার কোন কিছুই শিল্পকলা, বিজ্ঞান, ধর্ম, গবেষনা, দরিদ্র সেবা, ক্রীড়া, বাণিজ্য বা সওদাগরি বা শিল্প ব্যতীত যে কোন পেশা কিংবা সরকার সরকারী গেজেটে প্রজ্ঞাপনের মাধ্যমে অন্য যে কোন হিতকর উদ্দেশ্যে এতদস্বার্থে বিনির্দিষ্ট করিতে পারে সেই হিতকর উদ্দেশ্যে প্রবর্তনের জন্য গঠিত কোম্পানী, সমিতি বা ব্যক্তিবর্গের বেলায় প্রযোজ্য হইবেনা ।

ধারা ঃ ১৩ । সরকার সংঘবিধি ও সংঘস্মারক সংশোধন করিবে ।- (১) কোম্পানী আইন বা আপাতত বলবৎ অন্য যে কোন আইনে বা সংঘস্মারক বা সংঘবিধিতে যে কোন কিছু থাকা সত্ত্বেও

(ক) কোন নিবন্ধিত বাণিজ্য সংগঠন সরকারের পূর্বানুমোদন ব্যতীত উহার সংঘস্মারক বা সংঘবিধি প্রত্যাহার বা রদ; সংশোধন বা অন্যকোনভাবে পরিবর্তন করিবে না ;

(খ) সরকার যখনই উক্তরূপ করিতে সমীচীন মনে করিবে তখনই লিখিত আদেশের মাধ্যমে আদেশে যেইরূপ বিনির্দিষ্ট হইতে পারে সেইরূপ উপায়ে ও সেইরূপ মেয়াদের মধ্যে যে কোন বাণিজ্য সংগঠনকে উহার সংঘস্মারক বা সংঘবিধি প্রত্যাহার, সংশোধন বা অন্যকোনভাবে পরিবর্তন করিবার জন্য নির্দেশ প্রদান করিতে পারিবে ।

(২) যদি কোন নিবন্ধিত বাণিজ্য সংগঠন (১) উপধারার খে) দফার অধীনে নির্দেশ পালন করিতে ব্যর্থ বা অবহেলা করে, তাহা হইলে সরকার আদেশের মাধ্যমে উক্ত বাণিজ্য সংগঠনের সংঘস্মারক বা সংঘবিধি প্রত্যাহার/রদ, সংশোধন বা অন্যভাবে পরিবর্তন করিতে পারে কিংবা নির্দেশ বিনির্দিষ্ট উপায়ে বা সরকার যেইরূপ উপযুক্ত মনে করে সেইরূপ পরিবর্তনসহ যে কোন বিধি বা উপ-আইন প্রণয়ন করিতে পারে ; এবং অনুরূপ যে কোন প্রত্যাহার/রদ, সংশোধন, পরিবর্তন বা প্রণয়ন কোম্পানী আইন অন্য যে কোন উপায়ে উক্তরূপ করিবার উপযুক্ত সেই উপায়ে উক্ত বাণিজ্য সংগঠন কর্তৃক যথাযথভাবে করা হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে ।

ধারা ঃ ১৪ । বাণিজ্য সংগঠনের কার্যনির্বাহী কমিটি/পরিচালক মন্ডলী ।-

(১) কার্যনির্বাহী কমিটি বা পরিচালক মন্ডলী বা অন্য যে কোন নামেই ডাকা হউক না কেন প্রত্যেক বাণিজ্য সংগঠনের কার্যাদি একটি কার্যনির্বাহী কমিটি বা পরিচালক মন্ডলী কর্তৃক পরিচালিত হইবে ।

(২)প্রতিটি বাণিজ্য সংগঠন লাইসেন্স প্রাপ্তির ছয় মাসের মধ্যে নির্বাচনের মাধ্যমে উহার কার্যনির্বাহী কমিটি/পরিচালক মন্ডলী গঠন করিবে ;

(৩) সকল বাণিজ্য সংগঠনের নির্বাচিত কার্যনির্বাহী কমিটির মেয়াদ হইবে ০৩ (তিন) বছর ;

(৪)নির্বাচিত কার্যনির্বাহী কমিটি/ পরিচালক মন্ডলী উহার মেয়াদ শেষ হইবার অন্তত ১২০ (একশত বিশ) দিন বা চার মাস পূর্বে সদস্য হইবার বা সদস্যপদ নবায়ন করিবার সুযোগ দিয়া বাণিজ্য সংগঠনের নির্বাচনে অংশগ্রহন বা ভোট প্রদানের লক্ষ্যে ভোটার তালিকা প্রণয়নের সুবিধার্থে হালনাগাদ সদস্য তালিকা প্রস্তুত করিবে ;

(৫)নির্বাচন অনুষ্ঠানের অন্তত ৯০ (নব্বই) দিন পূর্বে কার্যনির্বাহী কমিটি/পরিচালক মন্ডলী নিরপেক্ষ ব্যক্তিদের সমন্বয়ে তিন সদস্য বিশিষ্ট নির্বাচন বোর্ড এবং তিন সদস্য বিশিষ্ট নির্বাচনী আপীল বোর্ড গঠন করিবে ;

(৬)কোন বাণিজ্য সংগঠনের কার্যনির্বাহী কমিটি বা উহার যেকোন সদস্য উপধারা (২),(৪) ও (৫) মোতাবেক নির্বাচন অনুষ্ঠানের প্রস্তুতি গ্রহনে ব্যর্থ হইলে বা শৈথিল্য প্রদর্শন করিলে বা ইচ্ছাকৃতভাবে নির্বাচন অনুষ্ঠান বিলম্বিত হইতে পারে এইরূপ কোনকিছু করিলে বা নির্বাচন বিলম্বিত হওয়ার মত কোন ঘটনা যাহাতে ঘটিতে না পারে সেই লক্ষ্যে উপযুক্ত পদক্ষেপ গ্রহণ করা হইতে বিরত থাকিলে উক্ত কার্যনির্বাহী কমিটির কোন সদস্যই ঐ বাণিজ্য সংগঠনের কার্যনির্বাহী কমিটি/ পরিচালক মন্ডলী পরবর্তী দুইটি মেয়াদের নির্বাচনে অংশগ্রহন করিতে পারিবে না ;

(৭)বাণিজ্য সংগঠনের কার্যনির্বাহী কমিটি/পরিচালক মন্ডলী দায়িত্ব গ্রহনের তারিখ হইতে পরবর্তী তিন বছর বলবৎ থাকিবে এবং দায়িত্ব গ্রহণের পর তিন বছর অতিক্রান্ত হওয়ার সাথে উক্ত কমিটি/পরিচালক মন্ডলীর কার্যকাল সমাপ্ত হইবে । ইহার পর ঐ কমিটি/ পরিচালক মন্ডলী বিলুপ্ত বলিয়া গণ্য হইবে ;

(৮) দৈব দুর্বিপাক বা নিয়ন্ত্রণ বহির্ভূত কারণে নির্বাচন অনুষ্ঠানে ব্যর্থ সংগঠনের আবেদনের প্রেক্ষিতে মহা-পরিচালক, বাণিজ্য সংগঠন সরকারের অনুমোদনক্রমে নির্বাচনের জন্য সর্বোচ্চ ১২০(একশত বিশ) দিনের সময় মঞ্জুর করিতে পারিবে ।

(৯)তিন বছর মেয়াদ পূর্তিজনিত কারণে কোন বাণিজ্য সংগঠনের কার্যনির্বাহী কমিটি/পরিচালক মন্ডলী বিলুপ্ত হইলে উহার স্থলে নতুন নির্বাচিত কমিটি/পরিচালক মন্ডলী দায়িত্ব গ্রহণ না করা পর্যন্ত সরকার কোনরূপ কারণ দর্শানোর নোটিশ প্রদান ব্যতিরেকেই উক্ত বাণিজ্য সংগঠনে একজন প্রশাসক নিয়োগ করিবে ।

ধারা ঃ ১৫। বাণিজ্য সংগঠনের সদস্য হইবার ক্ষেত্রে বিধি-নিষেধ ।-

(ক) (১) কোন কোম্পানী বা ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের আয়কর সনদধারী মালিক বা অংশীদার প্রতিষ্ঠানটি যে বাণিজ্য সংগঠনের সদস্য তিনি সেই বাণিজ্য সংগঠনের ভোটার হইবার শর্তাদি পুরণ সাপেক্ষে ভোট দানের/যোগ্যতা সম্পন্ন সদস্য হইবেন । তবে এক ব্যক্তি একাধিকবার ভোটার হইতে পারিবেন না ।

(২)উপধারা (১) মোতাবেক ভোট প্রদানের যোগ্যতা সম্পন্ন ব্যক্তি চূড়ান্ত ভোটার তালিকার অন্তর্ভূক্ত হওয়া সাপেক্ষে স্বয়ং স্বশরীবে উপস্থিত হইয়া কার্যনির্বাহী কমিটির নির্বাচনে ভোট প্রদান করিবেন ।

(খ) বাংলাদেশ এবং অপর কোন দেশের ব্যবসায়ীদের যৌথ সংগঠন কোনক্রমেই ফেডারেশন অব চেম্বারস অব কমার্স এন্ড ইন্ডাস্ট্রি হিসাবে লাইসেন্স প্রাপ্ত সংগঠনের সদস্য হইতে পারিবেন; তবে তাহাদের কোন ভোটাধিকার থাকিবেনা ।

ধারা ঃ ১৬। প্রক্সি ভোট প্রদান নিষিদ্ধ ।- ১৫ নং ধারার বিধানাবলী সাপেক্ষে ভোটাধিকার প্রাপ্ত ব্যক্তির পক্ষে অন্য কেহ কোন অবস্থাতেই প্রক্সি ভোট দিতে পারিবে না ।

ধারা ঃ ১৭। প্রতিনিধির মাধ্যমে ভোট প্রদান নিষিদ্ধ - ধারা ১৫ এর বিধানাবলী সাপেক্ষে চূড়ান্ত ভোটার তালিকার কোন ভোটার তাহার ভোট প্রদানের জন্য কোন নমিনি বা প্রতিনিধি মনোনীত করিতে পারিবেন না এবং উক্তরূপ নমিনি বা প্রতিনিধি ভোট প্রদান করিতে পারিবেন না ।

ধারা ঃ ১৮। বিকল্প বা অল্টারনেটিভ ভোটার থাকা নিষিদ্ধ ।- ধারা ১৫ এর বিধানাবলী সাপেক্ষে কোন বাণিজ্য সংগঠনের কার্যনির্বাহী কমিটির চূড়ান্ত ভোটার তালিকার কোন ভোটার এরই কোন বিকল্প বা অল্টারনেটিভ ভোটার থাকিবে না ।

ধারা ঃ ১৯। একাধারে দুই মেয়াদের বেশী নির্বাচিত হওয়া নিষিদ্ধ ।- (১) কোন বাণিজ্য সংগঠনের যে কোন পদেই হউকনা কেন এবং নির্বাচিত হইয়া যতদিনই পদে অধিষ্ঠিত থাকুক না কেন কোন ব্যক্তি ঐ বাণিজ্য সংগঠনের কার্যনির্বাহী কমিটিতে পর পর দুইবার নির্বাচিত বা পুনঃ নির্বাচনসহ পরপর দুইবার নির্বাচিত ও পুনঃ নির্বাচিত হইয়া থাকিলে ঐ ব্যক্তি ঐ বাণিজ্য সংগঠনের পরবর্তী নির্বাচনে প্রার্থী হইতে পারিবে না ।

(২)কোন নির্বাচনে উপধারা (১) লংঘন করা হইলে মহা-পরিচালক বাণিজ্য সংগঠন কোনপ্রকার কারণ দর্শানোর সুযোগ প্রদান ছাড়াই উক্তরূপ নির্বাচনের সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির/প্রার্থীর ফলাফল বাতিল করিবেন এবং উক্ত বাণিজ্য সংগঠনে প্রয়োজনে প্রশাসক নিয়োগের মাধ্যমে পুনঃ নির্বাচন/উপ-নিবার্চন অনুষ্ঠানের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় আদেশ জারী করিবেন ।

ধারা ঃ ২০। নির্বাচন সংক্রান্ত বিধান লঙ্ঘনের বিষয়ে ব্যবস্থা গ্রহণ।- এই আইনে বা অত:পর ইহার বাস্তবায়নকল্পে প্রণীত বিধিমালায় নির্বাচন সংক্রান্ত বিধি নিষেধ লঙ্ঘন হওয়ার বিষয়ে কোন অভিযোগ উত্থাপিত হইলে বা অন্যকোন ভাবে জ্ঞাত হইয়া থাকিলে মহা-পরিচালক উহা তদন্ত করিয়া যদি সন্তুষ্ট হন যে উক্ত লংঘনের ঘটনা সংঘটিত হইয়াছে তাহা হইলে মহা-পরিচালক যুক্তিসংগত ব্যবস্থা গ্রহণের আদেশ দিতে অথবা সংশিষ্ট নির্বাচনের ফলাফল বাতিল করিতে পারিবেন ।

ধারা ঃ ২১ । **প্রশাসকের সময় বৃদ্ধিকরণ**।- এই আইন বা আপাতত: বলবৎ অন্যকোন আইনে যাহা কিছুই থাকুকনা কেন কোন বাণিজ্য সংগঠনের প্রশাসক যুক্তিসংগত কারনে তাহাকে প্রদত্ত সময়ের মধ্যে নির্বাচন অনুষ্ঠানে ব্যর্থ হইলে মহা-পরিচালক স্বীয় উদ্যোগে অথবা প্রশাসকের নিকট হইতে আবেদনপত্র প্রহণপূর্বক লিখিত আকারে রেকর্ডকৃত কারণসমূহের জন্য নির্বাচন অনুষ্ঠানের বিলম্ব প্রমার্জন করিতে পারিবেন এবং তিনি যেরূপ নির্ধারন করিতে পারেন সেইরূপ সময়ের মধ্যে উক্ত বাণিজ্য সংগঠনের নির্বাচন অনুষ্ঠানের আদেশ দিতে পরেন ।

ধারা ঃ ২২ । **নিবন্ধিত বাণিজ্য সংগঠন মহা-পরিচালকের নিয়ন্ত্রণাধীন থাকা** ।- (১) নিবন্ধিত বাণিজ্য সংগঠনের সার্বিক কার্যাবলী ও প্রসীডিংসমূহ মহা-পরিচালকের নিয়ন্ত্রণাধীন থাকিবে এবং উক্ত বাণিজ্য সংগঠনের ব্যাপারাদি মহা-পরিচালক সময় সময় যেরূপ নির্দেশ করিতে পারেন সেইরূপ উপায়ে ব্যবস্থাপিত ও পথ নির্দেশিত হইবে ।

(২) আপাতত: বলবৎ যে কোন আইনে কিংবা নিবন্ধিত বাণিজ্য সংগঠনের সংঘস্মারক ও সংঘবিধিতে যে কোন কিছু থাকা সত্ত্বেও এবং পরবর্তী বিধানের সাধারণত্বকে ক্ষুন্ন না করিয়া মহা-পরিচালক -

(ক) অনুরূপ কোন বাণিজ্য সংগঠন কিংবা তৎসংযুক্ত কোন যোগ্য ব্যক্তিকে উক্ত বাণিজ্য সংগঠনের ব্যাপারাদি সম্পর্কিত যে কোন তথ্য, দলিলপত্র ও রিটার্নসমূহ তাহাকে সরবরাহ করিবার জন্য কিংবা তদসম্পর্কিত কোন জিজ্ঞাসার জবাব প্রদান করিবার জন্য নির্দেশ প্রদান করিতে পারিবেন;

(খ) উহার কোন শাখা কিংবা স্থানিক, আঞ্চলিক বা সংযোগ কার্যাবলী সমেত উক্ত বাণিজ্য সংগঠনের যে কোন কার্যালয়, অথবা তথায় পাওয়া যে কোন রেকর্ডপত্র বা দলিলপত্র পরিদর্শন করিতে পারিবেন;

(গ) উক্ত বাণিজ্য সংগঠনের সাধারণ সংঘের বা নির্বাহী কমিটির কিংবা উক্ত বাণিজ্য সংগঠনের কোন ব্যবসায় লেনদেন করিবার জন্য বা কোন ব্যাপারে পথ নির্দেশ করিবার জন্য স্থাপিত বা নিযুক্ত কোন কমিটির বা অন্য সংঘের যে কোন সভায় উপস্থিত থাকিতে পরিবেন;

(ঘ) উক্ত যে কোন বাণিজ্য সংগঠনের শাখা বা স্থানিক বা আঞ্চলিক সংঘ সমেত নির্বাহী কমিটির বা অন্য সংঘের দ্বারা কিংবা উহাতে ব্যক্তিবর্গকে নির্বাচিত করিবার উদ্দেশ্যে অনুষ্ঠিত যে কোন নির্বাচন পর্যবেক্ষন ও অবেক্ষন করিতে বা পর্যবেক্ষন ও অবেক্ষন করাইতে পারেন ;

(ঙ) অনুরূপ যে কোন বাণিজ্যিক সংগঠন কিংবা উক্ত বাণিজ্য সংগঠনের শাখা বা উহার স্থানিক বা আঞ্চলিক সংঘ সমেত নির্বাহী কমিটিতে বা অন্য সংঘে যে কোন ব্যক্তিকে নির্বাচিত করিবার উদ্দেশ্যে তদসম্পর্কিত কোন কৃত্য প্রয়োগকারী বা পালনকারী কোন সংঘ দ্বারা অনুষ্ঠিত যে কোন নির্বাচনের ফলাফল ঘোষনার ৬০(ষাট) দিনের মধ্যে সরকারের অনুমোদন গ্রহনক্রমে উক্ত নির্বাচনকে অকার্যকর ঘোষনা বা বাতিল করিতে পারেন ; যদি তিনি-

(১) তাহার নিজ জ্ঞানের উপর
(২) প্রতিদ্বন্দ্বিদের কাহারও নিকট হতে প্রাপ্ত কোন অভিযোগের ভিত্তিতে; অথবা
(৩) এতদুদ্দেশ্যে তদন্ত করিবার জন্য তদকর্তৃক কর্তৃত্ব প্রাপ্ত কোন ব্যক্তি বা কর্মকর্তা কর্তৃক প্রণীত প্রতিবেদনের ভিত্তিতে এই মর্মে সন্তুষ্ট হন যে উক্ত নির্বাচন পরিচালনায় অন্যায় আচরন উক্ত বাতিলকরণে নায্যতা প্রতিপাদন করে এবং লিখিত আদেশ বলে আদেশে যেইরূপ বিনির্দিষ্ট হইতে পারে সেইরূপ মেয়াদের মধ্যে নতুন নির্বাচন নির্দেশ করিতে পারেন;

(চ) উক্ত বাণিজ্য সংগঠনের নির্বাহী কমিটি বা পরিচালক মন্ডলী কর্তৃক গৃহীত যে কোন প্রস্তাব বা গৃহীত যে কোন সিদ্ধান্ত বাতিল বা স্থগিত বা পরিবর্তন করিতে পারেন যদি তিনি এই মর্মে সন্তুষ্ট হন যে উক্ত প্রস্তাব বা সিদ্ধান্ত সংঘস্মারক বা সংঘবিধি বা তদাধীন প্রণীত বিধিমালা বা প্রবিধিমালার বিধানাবলীর সহিত সঙ্গতিপূর্ণ নয়; অথবা উক্ত প্রস্তাব বা সিদ্ধান্ত গ্রহনকালে সংঘস্মারক বা সংঘবিধির বা তদাধীন প্রণীত কোন বিধিমালা/প্রবিধানমালার বিধানাবলীর প্রয়োজনসমূহ মেটানো হয় নাই; অথবা উক্ত প্রস্তাব বা সিদ্ধান্ত বাণিজ্য সংগঠনের মহা-পরিচালক কর্তৃক জারীকৃত কোন বিধিমালা, প্রবিধিমালা নির্দেশমালা বা অনুদেশমালার পরিপন্থী;

(ছ) যদি তিনি এতদুদ্দেশ্যে তদন্ত করিবার জন্য তদকর্তৃক প্রদত্ত কর্তৃকপ্রাপ্ত কোন ব্যক্তি/কমিটি কর্তৃক প্রণীত প্রতিবেদনের ভিত্তিতে উক্ত যে কোন বাণিজ্য সংগঠনের নির্ঝঞ্জাট সুবিন্যস্ত ও কার্যকর দায়িত্ব পালনের জন্য প্রয়োজনীয় বিবেচনা না করেন তাহা হইলে-

(১) উক্ত বাণিজ্য সংগঠনের নির্বাহী কমিটির মোট পাঁচের অধিক নয় এমন সংখ্যক যে কোন সদস্যকে অপসায়ন করিতে বা অপসারন করাইতে পারেন এবং অবশিষ্ট মেয়াদের জন্য উক্ত বাণিজ্য সংগঠনের যে কোন সদস্য দ্বারা শূন্যপদ পূরন করিতে বা করাইতে পারেন;

(২) উক্ত কোন বাণিজ্য সংগঠনের মোট পনের এর অধিক নয় এমন সংখ্যক যে কোন সদস্যকে নির্দিষ্ট মেয়াদের জন্য সাময়িকভাবে বরখাস্ত করিতে বা করাইতে পারেন ।

(৩) মহা-পরিচালক দ্বারা বা তাহার অনুরোধ ব্যতিত অন্য যে কোন সদস্যের সাময়িক বরখাস্তকরণ বাতিল করিতে বা করাইতে পারেন;

(৪) কোন বাণিজ্য সংগঠনের মোট পনেরোর অধিক নয় এমন সংখ্যক যে কোন সদস্যের সদস্যতা নিবন্ধন বহি হইতে অপসারণ করিতে বা অপসারণ করাইতে পারেন এবং অনুরূপভাবে অপসারিত বা পরিচালকদের দ্বারা বা তাহার ইচ্ছা ব্যতীত অন্যভাবে অপসারিত যে কোন সদস্যের সদস্যতা নিবন্ধন বহিতে পুনর্বহাল করিতে বা পুনর্বহাল করাইতে পারেন;

তবে শর্ত থাকে যে এই ধারার অধীনে অপসারণ বা সাময়িক বরখাস্তকরণের ক্ষমতা সরকারের অনুমোদন ব্যতীত প্রয়োগ করা হইবে না ।

ধারা ঃ ২৩ । প্রশাসক নিয়োগ ।- (১) এই আইনে প্রশাসক নিয়োগ সংক্রান্ত অন্যান্য বিধানাবলী ছাড়াও যে ক্ষেত্রে সরকার মনে করে যে কোন নিবন্ধিত বাণিজ্য সংগঠনের ব্যাপারাদি সঠিকভাবে ব্যবস্থাপিত হইতেছে না যাহা শিল্প ও বাণিজ্যের স্বার্থের পরিপন্থী সেই ক্ষেত্রে মহা-পরিচালক বাণিজ্য সংগঠন সরকারের অনুমোদনক্রমে কারন উল্লেখপূর্বক সংশিষ্ট বাণিজ্য সংগঠনের নির্বাহী কমিটি/পরিচালক মন্ডলীকে এক বছরের অধিক নয় এমন সময়ের জন্য অপসারণ বা বাতিল করিতে পারেন;

তবে শর্ত থাকে যে এই আদেশ প্রদানের পূর্বে সংশ্লিষ্ট কার্যনির্বাহী কমিটিকে আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগ প্রদান করিতে হইবে ।

(২) যে ক্ষেত্রে-

(ক) কোন কার্যনির্বাহী কমিটি/পরিচালক মন্ডলী (১) উপধারার অধীনে অপসারিত হয়; অথবা
(খ) নির্বাহী কমিটি সঠিক সময়ে পুনর্গঠন সম্ভবপর হয়না ;
(গ) নির্বাহী কমিটিকে আদালতের আদেশ দ্বারা কৃত্য পালন করা হইতে বিরত করা হয় ।

সেই ক্ষেত্রে সরকার এক বছরের অধিক নয় এমন মেয়াদের জন্য উক্ত কমিটির দায়িত্ব ও কর্তব্যসমূহ পালন করিবার জন্য এবং বাণিজ্য সংগঠনের সার্বিক বিষয়াদি ব্যবস্থাপনা ও পরিচালনা করিবার জন্য একজন প্রশাসক নিযুক্ত করিতে পারিবে;

তবে শর্ত থাকে যে, যে মেয়াদের জন্য প্রশাসক নিযুক্ত হইয়া থাকিবে সেই মেয়াদের অবসানের পূর্বে যদি নির্বাহী কমিটিকে অপসারনের মেয়াদ সমাপ্ত হয় কিংবা নির্বাহী কমিটি পুনর্গঠন করা হয় কিংবা আদালতের আদেশ তুলিয়া নেওয়া হয় তাহা হইলে সরকার প্রশাসককে তদকর্তৃক গৃহীত দায়িত্ব নির্বাহী কমিটির অনুকুলে ছাড়িয়া দেওয়ার জন্য নির্দেশ দিতে পারিবে ।

(৩) উপধারা (২) এর (ক) অথবা (খ) দফার অধীনে প্রশাসক নিয়োগের পর নির্বাহী কমিটির সদস্যগন তাহাদের নিজ নিজ পদ ত্যাগ করিয়াছেন বলিয়া গন্য হইবে এবং অনুরূপ কোন সদস্যই উক্ত নিয়োগ দানের পর দাপ্তরিক ক্ষমতায় কাজ করিবেন না ।

ধারা ঃ ২৪ । প্রশাসকের মহা-পরিচালকের নিয়ন্ত্রণাধীন কাজ করা ।- (১) প্রশাসক মহা-পরিচালকের তত্ত্বাবধানে ও নিয়ন্ত্রাধীনে মহা-পরিচালক প্রদত্ত নির্দেশমালা অনুযায়ী সংগঠন ব্যবস্থাপনা ও পরিচালনা করিবেন ।

(২) প্রশাসক তাঁহার দায়িত্ব এবং কর্তব্যসমূহ পালনে সহায়তা করিবার জন্য মহা-পরিচালকের অনুমোদনক্রমে সংশিষ্ট বাণিজ্য সংগঠনের সদস্যদের মধ্য হইতে উপদেষ্টা কমিটি গঠন করিতে পারিবে;

(৩) নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে কার্যনির্বাহী কমিটির নির্বাচন অনুষ্ঠান এবং নির্বাচিত কমিটির নিকট ক্ষমতা হস্তান্তর এবং তদসংশ্লিষ্ট যে কোন বিষয়ে মহা-পরিচালক যে কোন নির্দেশনা প্রদান করিতে পারিবে;

(৪) সংশিষ্ট বাণিজ্য সংগঠনের বার্ষিক সাধারণ সভা সংক্রান্ত সংঘস্মারক ও সংঘবিধির সংশোধন এবং অডিট সংক্রান্ত বিষয়ে এই আইন এবং কোম্পানী আইনের বিধানাবলীর সহিত সংগতি রাখিয়া যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহন করিবার জন্য মহা-পরিচালক প্রশাসককে যে কোন প্রকার নির্দেশনা প্রদান করিতে পারিবে;

তবে শর্ত থাকে যে কোম্পানী আইনে বার্ষিক সাধারন সভা অনুষ্ঠান এবং সংঘস্মারক সংশোধন সংক্রান্ত যে সকল ক্ষমতা আদালতের নিকট সংরক্ষিত রাখা হইয়াছে বাণিজ্য সংগঠনের ক্ষেত্রে সেই সকল ক্ষমতা সরকার কর্তৃক সংরক্ষিত বলিয়া গন্য হইবে ।

(৫) নির্বাহী কমিটির অপসারনের মেয়াদকালে মহা-পরিচালক নির্বাহী কমিটি পুনর্গঠন করিবার উদ্দেশ্যে নির্বাচন অনুষ্ঠান করিবার জন্য সভা ব্যতীত বাণিজ্য সংগঠনের সাধারন সভা অনুষ্ঠান স্থগিত রাখার নির্দেশ দিতে পারিবে ;

(৬) উপধারা (৫) অনুসারে যে মেয়াদের সাধারন সভা স্থগিত থাকে সেই সভায় কোন ব্যবসা পচিালনার জন্য অনুমোদন বা সম্মত বা অন্যকোন আলোচনা, সিদ্ধান্ত বা অনুমোদন গ্রহণের বাধ্যবাধকতা থাকিলে তদ বিষয়ে পরিচালক নির্দেশনা প্রদানের মাধ্যমে বাণিজ্য সংগঠনের কার্যাদি নির্বিঘ্নে চালাইয়া নেওয়ার ব্যবস্থা করিবে বা প্রশাসককে অনুরূপ কার্যাদি সম্পন্ন করিবার জন্য নির্দেশনা প্রদান করিবে ;

(৭) মহা-পরিচালক বাণিজ্য সংগঠনের প্রশাসক ও উপদেষ্ট কমিটির সদস্যদের সম্মানী ভাতা ও অন্যান্য বিশেষাধিকারের বিধান করিতে পারিবে ;

(৮) বাণিজ্য সংগঠনের সার্বিক বিষয়াদি দক্ষ ব্যবস্থাপনার জন্য মহা-পরিচালক যেইরূপ প্রয়োজন প্রশাসককে সেইরূপ নির্দেশনা প্রদান করিবে ।

ধারা ঃ ২৫ । বাণিজ্য সংগঠনের বিরুদ্ধে মোকদ্দমার উপর বাধা-নিষেধ ।- (১) আপাততঃ বলবৎ কোন আইনে কিংবা নিবন্ধিত বাণিজ্য সংগঠনের সংঘস্মারক বা সংঘবিধিতে যে কোন কিছু থাকা সত্ত্বেও কোন নিবন্ধিত বাণিজ্য সংগঠনের কিংবা উহার নির্বাহী কমিটির বা অন্য সংঘের কোন কার্য বা প্রসিডিং, কিংবা উক্ত কমিটি বা সংঘের স্থাপন বা নির্বাচন বা নিয়োগ দানের বা অন্যকোন কিছুর বৈধতা সম্পর্কে প্রশ্ন তুলিয়া বাণিজ্য সংগঠনের নির্বাহী কমিটির যে কোন সদস্যর বিরুদ্ধে উক্ত বাণিজ্য সংগঠনের কোন সদস্য বা অন্য কোন বাণিজ্য সংগঠন দ্বারা বা একই সংগঠনের কোন সদস্য দ্বারা বা অন্য কোন ব্যক্তি বা ব্যক্তি সমষ্টি দ্বারা বা অন্য কারো দ্বারা কোন মোকদ্দমা বা অন্য আইনগত প্রসিডিং দায়ের বা আরম্ভ করা হইবে বা যদি না এইরূপ মোকদ্দমা দায়েরের পূর্বে বিষয়টি ফেডারেশন অব বাংলাদেশ চেম্বার অব কমার্স এন্ড ইন্ডাষ্ট্রিজ এর সালিসী ট্রাইবুনালে উত্থাপিত হইয়া নিস্পত্তি হইয়া থাকে ।

তবে শর্ত থাকে যে, উক্তরূপ বিষয়, ফেডারেশনের সালিসী ট্রাইবুনালে উত্থাপনের সময় বিধিদ্বারা যেইরূপ নির্ধারিত হইবে সেইরূপ ফেডারেশনের তহবিলে ২৫,০০০ (পঁচিশ হাজার) টাকা, প্রদান করিতে হইবে ।

(২) উপধারা (১) এর অধীনে সালিসী ট্রাইবুনাল ফেডারেশন অব বাংলাদেশ চেম্বার অব কমার্স এন্ড ইন্ডাষ্ট্রিজ কর্তৃক নিযুক্ত তিনের কম নয় ও পাঁচের অধিক নয় এমন সংখ্যক সদস্য দ্বারা গঠিত হইবে এবং এতদস্বার্থে প্রণীত বিধিমালা অনুযায়ী উহার বিধানসমূহ পরিচালনা করিয়া উহার সিদ্ধান্ত প্রদান করিবে ।

(৩) এই ধারার কোন কিছুই এই আইন প্রবর্তনের পূর্বে দায়েরকৃত বা আরম্ভকৃত কোন মোকদ্দমা বা আইনগত প্রসিডিংকে (কোনরূপ) প্রভাবিত করিবে না ।

ধারা ঃ ২৬ । নিবন্ধিত বাণিজ্য সংগঠনের বাধ্যতামূলক সদস্যতা ।- (১) কোন ব্যক্তি, অংশীদারী ব্যবসা প্রতিষ্ঠান, কোম্পানী বা যে কোন সামগ্রিক বাণিজ্য ও শিল্পে নিয়োজিত প্রতিষ্ঠান আবশ্যিকভাবে সংশ্লিষ্ট গ্রুপ/চেম্বার/এসোসিয়েশনের সদস্য হইবেন ।

(২) কোন ব্যবসা/শিল্প প্রতিষ্ঠানের ট্রেড লাইসেন্স/ডিলিং লাইসেন্সসহ প্রয়োজনীয় সরকারী কাগজপত্র নবায়নের সময় প্রতিষ্ঠানটির চেম্বার/এসোসিয়েশন/বাণিজ্য সংগঠনের সদস্য পদ প্রাপ্তির কাগজপত্র দাখিল করিতে হইবে ।

ধারা ঃ ২৭ । পদে অধিষ্ঠিত হওয়ার উপর বিধি নিষেধ ।- (ক) এই আইনের অধীনে কোন অপরাধের জন্য দোষী সাব্যস্ত (দন্ডিত) কোন ব্যক্তিই কোন নিবন্ধিত বাণিজ্য সংগঠনের কোন পদে নির্বাচনের প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিবেন না বা কোন পদে অধিষ্ঠিত হইবেন না যদি না তাহার দোষী সাব্যস্ত হওয়ার তারিখের পর ছয় বছর মেয়াদ অতিক্রান্ত হইয়া থাকে ।

(খ)ফৌজদারী অপরাধে ০১(এক) মাসের অধিক কারাদন্ডে দন্ডিত কোন ব্যক্তি কোন নিবন্ধিত বাণিজ্য সংগঠনের কোন পদে নির্বাচনের প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিবেন না বা কোন পদে অধিষ্ঠিত হইবেন না যদি না তাহার কারাদণ্ড ভোগের তারিখের পর ছয় বছর মেয়াদ অতিক্রান্ত হইয়া থাকে ।

(গ) ঋণখেলাপী, করখেলাপী কোন ব্যক্তি

কোন নিবন্ধিত বাণিজ্য সংগঠনের কোন পদে নির্বাচনের প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিবেন না বা কোন পদে অধিষ্ঠিত হইবেন না ।

ধারা ঃ ২৮ । আপীল ।- (১) প্রশাসকের কোন আদেশ মূলে সংক্ষুব্ধ যে কোন ব্যক্তি বা যে কোন বাণিজ্য সংগঠন উক্ত আদেশের ১৪ (চৌদ্দ) দিনের মধ্যে উক্ত সিদ্ধান্ত বা আদেশের বিরুদ্ধে সরকারের সংশ্লিষ্ট সচিব বরাবরে ২৫(পঁচিশ)

হাজার টাকার পে অর্ডার প্রদানপূর্বক মহা-পরিচালকের নিকট এবং মহা-পরিচালকের সিদ্ধান্ত বা আদেশের বিরুদ্ধে সচিবের নিকট তাহার বরাবরে ৩০ (ত্রিশ) হাজার টাকার পে অর্ডার প্রদানপূর্বক আপীল করিতে পারিবেন এবং উক্তরূপ আপীলের সিদ্ধান্ত সহকারে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত বলিয়া গণ্য হইবে ।

(২) উপধারা (১) এর অধীনে আপীলের উপর ক্ষেত্রমতে মহা-পরিচালক বা সচিব উক্ত আপীলের নিস্পত্তি না হওয়া পর্যন্ত যে সিদ্ধান্ত বা আদেশের কার্যে পরিনতকরন বা সম্পাদন স্থগিত রাখিতে পারিবেন ।

ধারা ঃ ২৯ ক্ষমতা অর্পন ।- (১) সরকার সরকারী প্রজ্ঞাপনের মাধ্যমে নির্দেশ দিতে পারেন যে এই আইনের অধীনে উহার সকল বা যে কোন ক্ষমতা উহাতে যেইরূপ বিনির্দিষ্ট হইতে পারে সেইরূপ বিষয়াদি সম্পর্কে কিংবা সেইরূপ শর্তাবলী সাপেক্ষে মহা-পরিচালক দ্বারাও প্রযোগযোগ্য হইবে ।

(২) মহা-পরিচালক লিখিত আদেশের মাধ্যমে এই আইনে উহার যে কোন ক্ষমতা প্রয়োগ ও পালন করিবার জন্য প্রশাসক বা অন্য যে কোন কর্মকর্তাকে কর্তৃত্ব দিতে পারিবেন ।

ধারা ঃ ৩০ । সরকার মহা-পরিচালকের কর্তব্যসমূহ পালন করিতে পারেন ।- এই আইনের অন্য যে কোন বিধানে যে কোন কিছু থাকা সত্ত্বেও সরকার সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপনের মাধ্যমে নির্দেশ দিতে পারেন যে; মহা-পরিচালকের ক্ষমতাবলী ও কর্তব্যসমূহ প্রজ্ঞাপনে যেইরূপ বিনির্দিষ্ট হইতে পারে সেইরূপ পরিস্থিতিতে বা সেইরূপ ক্ষেত্রে সরকার কর্তৃক প্রয়োগকৃত ও পালিত হইবে এবং উক্ত প্রজ্ঞাপন মূলে এই আইনের প্রাসঙ্গীক বিধানাবলীতে পরিচালকের নিকট রেফারেন্স বলিতে সরকারের নিকট রেফারেন্স হিসাবে ব্যাখ্যাত হইবে এবং উক্ত বিধানাবলী সেই মতে কার্যকারিতা লাভ করিবে বা কার্যকর হইবে ।

ধারা ঃ ৩১ । আদালতের পরিবর্তে সরকার কর্তৃক দায়িত্ব করিবার ক্ষমতা । -(১) কোম্পানী আইনের সংঘস্মারক পরিবর্তনের ক্ষেত্রে আদালতের অনুমোদনের আবশ্যকতা সংক্রান্ত কোম্পানী আইনের ভাষ্য বাণিজ্য সংগঠনের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হইবে না ;

তবে শর্ত থাকে যে এই আইনের বিধানাবলী সাপেক্ষে বাণিজ্য সংগঠনের সংঘস্মারক পরিবর্তনের প্রস্তাব উক্ত পরিবর্তন নিবন্ধিত হওয়ার পূর্বে সরকার কর্তৃক অনুমোদিত হইতে হইবে ।

(২) বাণিজ্য সংগঠন সমূহের বার্ষিক সাধারন সভাঅনুষ্ঠানের ক্ষেত্রে কোম্পানী আইনের বিধানাবলী প্রযোজ্য হইলেও অনুমোদিত সময়ের মধ্যে বার্ষিক সাধারন সভা অনুষ্ঠানে ব্যর্থতার ক্ষেত্রে আদালতের আদেশ গ্রহন সংক্রান্ত উক্ত আইনের ভাষ্য প্রযোজ্য হইবে না ।

তবে শর্ত থাকে যে অনুমোদিত সময়ের মধ্যে বার্ষিক সাধারন সভা অনুষ্ঠানে ব্যর্থতার ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট বাণিজ্য সংগঠনের আবেদনক্রমে সরকার উক্ত কোম্পানীর বার্ষিক সাধারন সভা আহবান করিতে অথবা আহ্বান করিবার নির্দেশ দিতে পারিবে এবং সরকার উক্ত সভা আহবান,অনুষ্ঠান ও পরিচালনার জন্য যেরূপ সমীচীন বলিয়া বিবেচনা করিবে সেইরূপ অনুবর্তী আদেশ দিতে পারিবে ।

(৩) বার্ষিক সাধারন সভা/বিশেষ সাধারন সভা অনুষ্ঠানের ক্ষেত্রে মোট সদস্যের এক তৃতীয়াংশ সদস্যের উপস্থিতি কোরাম বলিয়া গণ্য হইবে । কোরাম ছাড়া কোন সভা অনুষ্ঠিত হইতে পারিবেনা বা বৈধ হইবে না;

ধারা ঃ ৩২। বার্ষিক সাধারণ সভা, বিশেষ সাধারণ সভা, হিসাব সংরক্ষণ ও অডিট ।- (ক) (১) এই আইনে লাইসেন্স প্রাপ্ত সকল বাণিজ্য সংগঠনকে প্রতি ১২ (বার) মাসে একবার বার্ষিক সাধারণ সভা অনুষ্ঠান করিতে হইবে ।
(২) বিশেষ প্রয়োজনে প্রতিটি বাণিজ্য সংগঠন ২১ দিনের নোটিশে বিশেষ সাধারণ সভা অনুষ্ঠান করিতে পারিবে ।

(খ) (১) যে কোন বাণিজ্য সংগঠন উহার বিভিন্ন খাতভিত্তিক আয়-ব্যয়ের হিসাব বহি ইহার সকল পরিসম্পদ ও দায়-দেনার বিবরনী সংরক্ষন করিবে ।

(২)বাণিজ্য সংগঠনের সকল আর্থিক লেনদেন উপযুক্ত হিসাববিজ্ঞান সম্মত পদ্ধতিতে উপযুক্ত দলিলের ভিত্তিতে করিতে হইবে;

(৩) বার্ষিক ব্যালান্সসীট এবং আয় ব্যয়ের হিসাব কোম্পানী আইনের বিধান মোতাবেক নিরীক্ষক কর্তৃক নিরীক্ষা করাইয়া উক্ত নিরীক্ষিত প্রতিবেদন কার্যনির্বাহী কমিটি অনুমোদনকরত: বার্ষিক সাধারন সভায় অনুমোদনের জন্য উপস্থাপন করিবে ।

(৪) কার্যনির্বাহী কমিটি বার্ষিক ব্যালান্সসীট এবং আয় ব্যয়ের নিরীক্ষা হিসাব ও নিরীক্ষকের প্রতিবেদন বার্ষিক সাধারন সভা অনুষ্ঠানের অন্তত: ১৪ (চৌদ্দ) দিন পূর্বে উক্ত সভায় যোগদানের অধিকারী সকল সদস্যের নিকট প্রেরণ করিবে ।

(৫) বার্ষিক ব্যালান্সশীট ও আয়ব্যয়ের নিরীক্ষা হিসাব, বার্ষিক সাধারণ সভার কার্যবিবরণী, বার্ষিক প্রতিবেদন মহা-পরিচালক বাণিজ্য সংগঠনের নিকট প্রেরণ করিতে হইবে ।

ধারা ঃ ৩৩ । দন্ডাবলী ।- যে কেহ এই আইনের বিধান বা তদধীন প্রণীত কোন বিধি বা আদেশ কিংবা প্রদত্ত নির্দেশ বা অনুদেশ লংঘন করেন, বা উক্ত কোন বিধান, বিধি, আদেশ, নির্দেশ বা অনুদেশের অধীনে বা অনুসরনে কার্যরত কোন কর্মকর্তা বা ব্যক্তিকে বাধা প্রদান করেন সেক্ষেত্রে ন্যুনতম ৫০,০০০ (পঞ্চাশ)হাজার টাকা নন-কমপ্লায়েন্স ফি হিসাবে মহা-পরিচালক, বাণিজ্য সংগঠন আদায় করিবেন । ২৮ ধারার বিধান কিংবা তদাধীন জারীকৃত কোন আদেশ বা প্রজ্ঞাপন লঙ্ঘনের ক্ষেত্রে যে মেয়াদকালে উক্ত লংঘন চলিতে থাকে সেই মেয়াদের প্রতি দিনের জন্য আরও ০৫(পাঁচ) হাজার টাকা পর্যন্ত নন-কমপ্লায়েন্স ফি হিসাবে মহা-পরিচালক, বাণিজ্য সংগঠন কর্তৃক আদায়যোগ্য হইবে ।

ধারা ঃ ৩৪ । কোম্পানী বা অন্য সংঘ দ্বারা অপরাধ ।- যেই ক্ষেত্রে ৩৩ ধারার শাস্তিযোগ্য কোন অপরাধে অপরাধী কোন ব্যক্তি একটি কোম্পানী বা অন্য করপোরেট সংঘ হয় সেই ক্ষেত্রে উহার প্রত্যেক ব্যবস্থাপনা পরিচালক, পরিচালক, ব্যবস্থাপক সচিব বা অন্যকোন কর্মকর্তা বা এজেন্ট উক্ত অপরাধী বলিয়া গণ্য হইবেন যদি না তিনি প্রমান করে যে, অপরাধটি তাহার জ্ঞানের (অবগতি বা জানার) বাহিবে সংগঠিত হইয়াছিল কিংবা উক্ত অপরাধ সংগঠন প্রতিরোধ করিবার জন্য তিনি যথাযথ পরিশ্রম করিয়াছিলেন ।

ধারা ঃ ৩৫ । আপীল ।- ধারা-৩৩ মতে মহা-পরিচালকের সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে সরকারের নিকট আপীল করা যাইবে এবং সরকারের সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে মহামান্য হাইকোর্টে আপীল দায়ের করা যাইবে ।

ধারা ঃ ৩৬ । আদালত অবমাননা মামলা অগহনযোগ্য ক্ষেত্রে ।- (১) মহা-পরিচালক বা বাণিজ্য মন্ত্রনালয়ের কোন কর্মকর্তা বা কর্মকর্তাগণের কোন কর্মের বিরুদ্ধে, আদালতের আদেশের অস্তিত্ব সম্পর্কে না জানিয়া সরল বিশ্বাসে যদি সেই কর্মই করিয়া থাকেন, যা প্রাসঙ্গিক সকল দিক বিবেচনায় যথার্থ বলিয়া প্রতিয়মান হয় সেই ক্ষেত্রে উক্ত কর্ম দ্বারা আদালতের আদেশ ভঙ্গ হইলেও উক্তরূপ কর্মের কারনে কোন আদালতেই উক্ত কর্ম সম্পাদনকারী কর্মকর্তা বা কর্মকর্তার বিরুদ্ধে আদালত অবমাননা মামলা দায়ের করা যাইবে না ।

(২) উপধারা (১) এর বিধান লংঘন করিয়া কোন ব্যক্তি বা কর্মকর্তা বা অন্যকেহ (১) উপধারার কর্ম সম্পাদনকারী কর্মকর্তা বা কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধে আদালত অবমাননার মামলা করিলে বা তাহার পক্ষে উহা করার জন্য কেহ আইনগত নোটিশ প্রদান করিলে সেই ব্যক্তি এই আইনের ৩৩ ধারা এবং অতঃপর অন্যান্য ধারায় শাস্তিযোগ্য হইবেন ।

(৩) এই আইনে বা আপাতত: বলবত অন্যকোন আইনে যাহাই থাকুক না কেন মহা-পরিচালক বা অন্যকোন সরকারী কর্মকর্তা বা মহা-পরিচালক কর্তৃক লিখিত আদেশের ক্ষমতা প্রাপ্ত অন্য যে কোন ব্যক্তি এই আইনের আওতায় কোন বাণিজ্য সংগঠনের সহিত সম্পর্কিত কোন কর্তব্য পালনের কারনে আদালত অবমাননার মামলার সম্মুখীন হইলে সেই বাণিজ্য সংগঠন উহার তহবিল হইতে মহা-পরিচালকের লিখিত আদেশ প্রাপ্তি সাপেক্ষে আদালত অবমাননার মামলায় অভিযুক্ত কর্মকর্তা বা পরিচালক বা তদকর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত ব্যক্তিকে মামলা বাবদ প্রকৃত খরচের দুইগুন অর্থ প্রদান করিতে বাধ্য থাকিবে ।

(৪) প্রশাসক বা কার্যনির্বাহী কমিটি যেই হোক না কোন (৩) উপধারা মোতাবেক অর্থ প্রদান না করিলে মহা-পরিচালক লিখিত আদেশ দ্বারা উক্ত প্রশাসক বা কার্যনির্বাহী কমিটিকে অপসারন করিতে পারিবে এবং তদুপরি উক্ত প্রশাসক বা কার্যনির্বাহী কমিটির প্রত্যেক সদস্যদের উপর এই আইন ভংগের কারনে আরোপযোগ্য দন্ড প্রয়োগযোগ্য হইবে ।

ধারা ঃ ৩৭ । জরিমানা আদায় ।- এই আইনের আওতায় আরোপিত জরিমানার অর্থ সরকারী পাওনা হিসাবে গণ্য হইবে এবং সরকারী পাওনা আদায় আইন ১৯১৩ অনুযায়ী আদায় যোগ্য হইবে ।

ধারা ঃ ৩৮ । অদায়িতা ।- (১) এই আইনের অধীনে প্রদত্ত কোন আদেশ সম্পর্কে কোন আদালতেই প্রশ্ন উত্থাপন করা যাইবে না ।

(২) এই আইন তদাধীন প্রণীত কোন বিধি বা আদেশ বা প্রদত্ত কোন নির্দেশ অনুসারে যাহা সরল বিশ্বাসে কৃত্য বা কৃতব্য বলিয়া অভিপ্রেত এমন কোন কিছুর জন্য কোন ব্যক্তির বিরুদ্ধে কোন মোকদ্দমা, মামলা বা অন্যকোন আইনগত প্রসিডিং চলিবে না ।

ধারা ঃ ৩৯ । বিধিমালা প্রণয়ন ও ইহার পূর্বাবস্থা ।- (১) সরকার সরকারী গেজেট প্রজ্ঞাপনের মাধ্যমে এই আইনের উদ্দেশ্যাবলী পুরণকল্পে বিধিমালা প্রণয়ন করিবে ;

(২) উপধারা (১) অনুসারে বিধিমালা প্রণীত হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত বাণিজ্য সংগঠন বিধিমালা ১৯৯৪ এর যাহা কিছু এই আইনের কোন ধারা বা উপধারার সহিত সাংঘর্ষিক নহে তাহা বলবৎ থাকিবে ;

(৩) বিধিমালা প্রণীত হওয়ার পূর্বে যে সকল পদক্ষেপ গ্রহনের ক্ষেত্রে বাণিজ্য সংগঠন বিধিমালা ১৯৯৪ এ নির্দেশনা পাওয়া যাইবে না সেই সকল ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ এই আইনের সংশ্লিষ্ট ধারা বা উপ-ধারার অন্তর্নিহিত উদ্দেশ্য বাস্তবায়নকল্পে যাহা সাধারন বিবেচনায় করনীয় বলিয়া অনুমিত বা প্রত্যাশিত তদানুসারে কার্যাদি সম্পন্ন হইবে ।

তবে শর্ত থাকে যে প্রতিহিংসাবশত: কিংবা কোন ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর স্বার্থে কোন অন্যায় কার্য করা যাইবে না ।

ধারা ঃ ৪০ । বাতিল ও সংরক্ষণ ।- (১) এই আইন সরকারী গেজেটে প্রকাশের সাথে সাথে কার্যকর হইবে ।

(২)এই আইন কার্যকর হওয়ার তারিখ হইতে বাণিজ্য সংগঠন অধ্যাদেশ, ১৯৬১ বাতিল হইয়া যাইবে ;

(৩)তবে শর্ত থাকে যে এই আইন কার্যকর হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত বাণিজ্য সংগঠন অধ্যাদেশ ১৯৬১ অনুসারে গৃহীত সকল কার্যক্রম বৈধ বলিয়া গণ্য হইবে । এবং অত:পর বাণিজ্য সংগঠনের সাংগঠনিক এবং পরিচালনা সংক্রান্ত যাবতীয় কার্যাদি এই আইনের আওতায় ধারাবাহিকতা বজায় রাখিয়া পরিচালিত হইবে ।